কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১ জানুয়ারি, ২০১৯ ২৩:৫৪

বই উৎসবে মেতে উঠল দেশ

সোয়া চার কোটি শিক্ষার্থী পেল ৩৫ কোটি বই

একসঙ্গে এত বই বিশ্বের কোনো দেশের সরকার ছাপে না। বাংলাদেশ সরকারের ছাপানো সেই বিনা মূল্যের বই গতকাল গেছে খুদে শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে। ছবিটি গতকাল যশোর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে তোলা। ছবি : ফিরোজ গাজী

গত ৯ বছর ধরে বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বই। তবে গত ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ায় এবারের বই উৎসব নিয়ে কিছুটা সংশয় ছিল। সব শিক্ষার্থীর হাতে বছরের প্রথম দিন নতুন বই তুলে দেওয়া যাবে কি না–এ নিয়েও ছিল সন্দেহ। সব সংশয়-সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বছরের প্রথম দিন সব শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হলো নতুন বই। ভোট উৎসবের পরপরই বই উৎসবে মেতে উঠল পুরো দেশ।

রাজধানীর আজিমপুর সরকারি গভর্মেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে গতকাল বই উৎসবের আয়োজন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বই উৎসবের আয়োজন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। যদিও গত ২৪ ডিসেম্বর জেএসসি ও পিইসির ফল প্রকাশের সময় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েকজন শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে এ উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালা প্রমুখ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন না প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি টেলিফোনে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এই অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আকরাম-আল-হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন নজরুল ইসলাম বাবু এমপি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, ক্রিকেট তারকা সাকিব আল হাসান প্রমুখ।

এবার চার কোটি ২৬ লাখ ১৯ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২ কপি বিনা মূল্যের বই বিতরণ করা হয়। ২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ২৯৬ কোটি সাত লাখ ৮৯ হাজার ১৭২টি বই বিতরণ করা হয়েছে। এবারও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচটি ভাষায় বই বিতরণ করা হচ্ছে আর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিতরণ করা হচ্ছে ব্রেইল বই।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ‘২০১০ সাল থেকে আমরা জানুয়ারির এক তারিখে বই দিয়ে আসছি, এর কোনো ব্যত্যয় হয়নি। বাংলাদেশ দুনিয়ার একমাত্র দেশ, যেখানে সকল বই বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। জগতে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের এমন উদাহরণ আর নেই। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফল হয়েছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আর এ লক্ষ্য অর্জনে সময়োপযোগী আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্যাপিত হবে।’

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, ‘এক সঙ্গে ৩৫ কোটি বই বিতরণ শুধু বাংলাদেশের পক্ষেই সম্ভব। বিনা মূল্যে এত বই বিতরণ অন্য কোনো দেশ চিন্তাও করতে পারে না। এই বইগুলো যদি একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো যায় তাহলে পুরো পৃথিবী তিনবার প্রদক্ষিণ করা যাবে।’

আনিসুল হক বলেন, ‘ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও জেগে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভালো করছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা।’

সাকিব আল হাসান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমাদের সবাইকে ভালো করে পড়ালেখা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে খেলাধুলাও করতে হবে। তাহলে এক দিন তোমরাও আমার মতো হতে পারবে।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে নতুন বই হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছিল কুড়িল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী বিউটি রাণী দাস। সে কালের কণ্ঠকে বলে, ‘খুবই ভালো লাগছে আমার। আজকেই বাসায় গিয়ে সব বই পড়া শুরু করব।’

প্রগতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আজমীর হোসেন আনন্দ বলল, ‘খুবই ভালো লাগছে। বাসায় গিয়ে সবাইকে নতুন বই দেখাব। আমি নিজেও পড়া শুরু করব। কাল (আজ) থেকেই আমাদের ক্লাস শুরু হবে।’

২০১৯ শিক্ষাবর্ষের মোট পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বই ৬৮ লাখ ৫৬ হাজার ২০ কপি, প্রাথমিক স্তরের জন্য ৯ কোটি ৮৮ লাখ ৮২ হাজার ৮৯৯ কপি, ইবতেদায়ির দুই কোটি ২৫ লাখ ৩১ হাজার ২৮৩ কপি এবং দাখিলের তিন কোটি ৭৯ লাখ ৫৮ হাজার ৫৩৪ কপি ছাপানো হয়েছে। মাধ্যমিক (বাংলা ভার্সন) স্তরের ১৮ কোটি ৫৩ হাজার ১২২ কপি এবং একই স্তরের ইংরেজি ভার্সনের ১২ লাখ ৪৭ হাজার ৮২৬ কপি বই ছাপানো হয়েছে।

এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষা স্তরের ১২ লাখ ৩৫ হাজার ৯৪৮ কপি, এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের এক লাখ ৪৩ হাজার ৮৭৫ কপি এবং সম্পূরক কৃষি (ষষ্ঠ-নবম) স্তরের এক লাখ ২৪ হাজার ২৬১ কপি বই ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার বই দুই লাখ ৭৬ হাজার ৭৮৪ কপি এবং ব্রেইল বই ছাপানো হয়েছে পাঁচ হাজার ৮৫৭ কপি।

সিলেটে বই উৎসব

কালের কণ্ঠ’র সিলেট অফিস জানায়, সারা দেশের মতো সিলেটেও গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে বই উৎসব। বছরের প্রথম দিন নতুন বই হাতে পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে সিলেটের লাখো শিক্ষার্থী। নতুন বই হাতে নিয়ে উৎসাহভরে তখনই বইয়ের পাতা উল্টেপাল্টে

দেখছিল শিক্ষার্থীরা। গতকাল সিলেট নগর ও শহরতলির স্কুলগুলোয় এমন চিত্র দেখা গেছে।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com